

## বিসমিল্লাহিহি রহমানিহি রহিমি

**রোযার অর্থ:** রোযা একটি ফারসি শব্দ। আরবি হল “সওম”। সওম এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় “জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানের উপর সুবেহে সাদিক তথা দিনের একেবারে শুরু ভাগ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী অন্যান্য কার্যাদি থেকে বিরত থাকার নামই হল “সওম” বা ‘রোযা’।”

\* রোযা ফরয হয় হিজরতের দেড় বছর পর, ১০ শাবান। রোযা ফরয হওয়ার পর নবি কারিম ﷺ মোট ৯ টি রমযান পেয়েছিলেন।

**রোযার হেকমত:** ইসলামি পণ্ডিতগণ রোযার বিভিন্ন হেকমত উল্লেখ করেন। যদিও শরিয়তের নির্দেশ মান্য করা এ সকল হেকমত বুঝে আসার সাথে সম্পর্কিত নয় তথাপি সম্মানিত পাঠকমণ্ডলীর কৌতুহল নিবারণের উদ্দেশ্যে রোযার দু-একটি হেকমত তুলে ধরলাম।

☞ আল্লাহ তা’আলা মানব স্বভাবে ফেরেশতা সুলভ যে বৈশিষ্ট্য গচ্ছিত রেখেছেন, তার উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন।

☞ নফস ও প্রবৃত্তির দমন ও নিবৃত্তির অন্যতম মাধ্যম হল রোযা।

☞ মানবজাতি প্রবৃত্তির জৈবিক তাড়না হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আপন সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

☞ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বছরের কিছু দিন হলেও অবশ্য পানাহার বর্জন করা উচিত। এটি স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। তাই হিন্দু-খ্রিষ্টান সকল ধর্মেই রোযার মত উপবাস করার প্রচলন রয়েছে। (যদিও শরিয়তের সাথে উপবাসের পদ্ধতিগত কোন মিল নেই।) [আরকানে আরবা’আ-২৬৪]

**রোযার ফযিলত:** প্রতিটি নেক আমলের বিভিন্ন ফযিলত ও ছওয়াব রয়েছে, যা দ্বারা মহান রাব্বুল আলামিন বান্দাকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি একেবারেই স্বতন্ত্র। রোযার বহুবিধ প্রতিদান ছাড়াও একটি অতুলনীয় ঘোষণা রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “মানুষের প্রত্যেকটি আমল বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। একটি নেকি ১০ গুণ থেকে [ক্ষেত্র বিশেষ] ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন: কিন্তু রোযার ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ রোযা আমার জন্য। সুতরাং তার প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করব।” [সহিহ মুসলিম-১১৫১/১৬৪, সহিহ বুখারি-১৮৯৪]

এছাড়াও হাদিস শরিফে রোযাদারের বিভিন্ন প্রতিদানের কথা বিবৃত হয়েছে। যথা:

\* রোযা কিয়ামতের দিবসে রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। [মুসনাদে আহমদ-৬৬২৬]

\* রোযাদারের জন্য রোযা জাহান্নামের আগুনের ঢাল ও দুর্গ স্বরূপ হবে। [মুসনাদে আহমদ-৯২২৫]

\* রোযাদার জান্নাতের রাইয়ান নামক শাহি গেট দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি ঐ গেট দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। [সহিহ মুসলিম-১১৫২]

\* তিন ব্যক্তি এমন যাদের দু’আ ফেরত দেওয়া হয় না তথা কবুল হয়। রোযাদার তার মধ্যে একজন। [সহিহ ইবনে হিব্বান-৩৪২৮]

\* রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত। [সহিহ বুখারি-১৯০৪]

এছাড়াও কুরআন-হাদিসে রোযাদারের আরো অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

### রমযান বা রোযার আদবসমূহ:

☞ রোযাদার নিজের দৃষ্টিকে বেগানা মেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, টিভি-সিনেমা দেখা ইত্যাদি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে হেফযত করবে।

☞ রোযাদার ব্যক্তি মিথ্যা, গীবত-পরনিন্দা, অশ্লীল কথাবার্তা, গানবাদ্য ও ঝগড়া-বিবাদ নিজে করা বা

শ্রবণ করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকবে।

☞ রোযাদার ব্যক্তি নিজ হাত-পাসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখবে।

☞ সাহরি ও ইফতারে রোজাদার ব্যক্তি হারাম আহার পরিহার করবে।

☞ রোযাবস্থায় রোযাদার আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের কথা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম বেশি বেশি স্মরণ করবে এবং অন্তরে এই বিশ্বাস রাখবে যে, আমি তার জন্য রোযা রেখেছি তিনিই তার প্রতিদান দিবেন।

**রমযান মাসের করণীয়:** রমযান মাসে প্রতিটি মুমিন বিশেষত রোযাদারের জন্য যা করণীয়:

☞ সকল আদব রক্ষা করে পুরো মাসে রোযা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

☞ রমযানের প্রতিশ্রুত পুরুষের এবং রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের আশায় প্রতি রাতে বিশ রাকাত তারাবিহ নামাযের আমল করা।

☞ সর্বাবস্থার উৎকৃষ্ট আমল এবং ৭০০ গুণ বেশি পাওয়ার আশায় বেশি বেশি দিন-রাত দান-সদকা করা।

☞ সর্বোত্তম আমল এবং কুরআন নাযিলের মাস হিসেবে বেশি বেশি কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা সহ যিকির-আযকার, ইশরাক, চাশত, আওয়াবিন, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের নফল ইবাদত বেশি বেশি করা।

☞ বেশি বেশি রহমত, মাগফিরাত কামনা করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু’আ করা।

☞ রমযানের শেষ দশকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল ই’তিকাহে বসা।

☞ হাজার রজনীর চেয়েও দামি লাইলাতুল কদর বা শবে কদর অন্বেষণ করা।

☞ যাকাত দেওয়ার সময় হলে যাকাত প্রদান করা। ☞ ঈদের চাঁদ উঠার আগে বা পরে সদকাতুল ফিতর আদায় করে দেওয়া।

☞ ঈদুল ফিতরের নামায জামাতে আদায় করা।

## রমযানের ডক্টরী মাসায়েল

☞ প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বালেগ মুসলিমের উপর রমযানের রোযা রাখা ফরয। [সূরা বাকারা-১৮৫]

☞ শাবানের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পরদিন থেকে রোযা রাখতে হবে। নতুবা শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করার পর রোযা রাখা শুরু করবে। [আবদুর রাজ্জাক-৭৩০১]

☞ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রোযা শুরুর জন্য এমন একজন ব্যক্তির চাঁদ দেখাই যথেষ্ট, যার দ্বীনদার হওয়া প্রমাণিত বা বাহ্যিকভাবে দ্বীনদার। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের খবর যথেষ্ট নয়; বরং এত লোকের খবর প্রয়োজন, যার দ্বারা প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, চাঁদ দেখা গেছে। [আবু দাউদ-২৩৩৩]

☞ রোযার নিয়ত [সংকল্প] করা ফরয। প্রতি রোযার পৃথক পৃথক নিয়ত করতে হবে। একত্রে একবার করলে যথেষ্ট নয়। তাই মনে মনে এ সংকল্প করবে যে, আমি আগামী কালের রোযা রাখছি। মুখে বলার প্রয়োজন নেই।

☞ ফরয রোযার নিয়ত রাতে করাই উত্তম। তবে কেউ রাতে করতে না পারলে দিনে সূর্য ঢলার প্রায় এক ঘন্টা আগে নিয়ত করলেও রোযা সহিহ হয়ে যাবে। [সহিহ বুখারি-২০০৭]

☞ সাহরি খাওয়া সুন্নত। পেট ভরে খাওয়া জরুরী নয়; এক টোক পানি দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কারণবশত না খেতে পারলেও শুধু নিয়ত করলেই রোযা সহিহ হয়ে যাবে। [ইবনে আবি শায়বা-৯০১০]

☞ সুবেহে সাদিকের কাছাকাছি সময় সাহরি খাওয়া মুস্তাহাব। তবে এত দেরি করা মাকরুহ যে, সুবেহে সাদিক হওয়ার আশঙ্কা হয়। [আবদুর রাজ্জাক-৭৫৯১]

☞ দেরি না করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের পূর্বেই ইফতার করা মুসতাহাব। [সুনানে তিরমিযি-৬৯২]

☞ খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুসতাহাব। না পেলে পানি দ্বারা করবে। [সুনানে তিরমিযি-৬৯৪]

☞ ইফতারের সময় দু’আ কবুল হয়। তাই বেশি বেশি দু’আ-ইসতিগফার করা উচিত। বিশেষত এই

দু'আ করা। [ইবনে মাজাহ-১৭৫৩]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতি  
ওয়ালিস'অতা কুল্লা শাই-ইন আন তাগফিরা-লি।

اللَّهُمَّ لَكَ ضَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়ালা রিয়কিকা আফতারতু।

[আবু দাউদ-২৩৫৮]

### ☞ যেসব কারণে কাযা-কাফফারা আবশ্যিক:

☞ রমযানে রোযা রেখে দিনে স্ত্রী সহবাস করলে  
বীর্যপাত না হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা-  
কাফফারা ওয়াজিব হবে। [সহিহ বুখারি-৬৭০৯]

☞ রোযা রেখে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে  
পানাহার করলে কাযা-কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব  
হবে। [সুনানে দারাকুতনি-২/১৯১]

☞ রোযাবস্থায় বিড়ি-সিগারেট, ছুকা পান করলেও  
কাযা-কাফফারা ওয়াজিব হবে। [রদ্দুল মুহতার-৩/৩৮৫]

☞ কাফফারা হল, একটি রোযার জন্য দুই মাস  
ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে হবে। কোন কারণে  
ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে রোযা  
রাখতে হবে। পেছনের রোযাগুলো কাফফারার রোযা  
হিসেবে গণ্য হবে না। তবে মহিলাদের হায়েযের  
কারণে ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে অসুবিধা নেই।  
[মাবসুত, সারাখসি-৭/১৪]

### ☞ যেসব কারণে গুধু কাযা আবশ্যিক:

☞ অযু বা গোসলের সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা  
সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত গলার ভেতর পানি চলে গেলে।  
[সুনানে তিরমিধি-৭৮৫]

☞ সাধারণত যা আহারযোগ্য নয় বা উপকারে আসে  
না, তা খেলে কাযা আবশ্যিক। [শামি-২/৪১০] ☞ দাঁত  
থেকে রক্ত বের হয়ে যদি তা হলের ভেতরে চলে  
যায় এবং রক্তের পরিমাণ থুথুর সমান বা বেশি হয়।  
[রদ্দুল মুহতার-২/৩৯৬]

☞ হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হলে। আর এটা যে মারাত্মক  
গুনাহ তা বলাই বাহুল্য। [শামি-২/৩৯৯]

☞ মুখে বমি চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা

গিলে ফেললে কাযা আবশ্যিক। যদিও তা পরিমাণে  
অল্প হয়। [রদ্দুল মুহতার-২/৪১৫]

☞ রোযাবস্থায় হায়েয বা নেফাস আরম্ভ হলে কাযা  
করা আবশ্যিক। [শরহ মুখতাসারিত তহাবি-২/৪৪০]

☞ বিশেষ প্রয়োজনে এমন কোন ক্ষতে ঔষধ  
লাগানো যা দিয়ে পেটের ভেতর ঔষধ চলে যায়।  
তাহলে কাযা আবশ্যিক। [রদ্দুল মুহতার-২/৪০২]

☞ নাকে ঔষধ বা পানি দিলে তা যদি গলার ভেতর  
চলে যায়। [রদ্দুল মুহতার-২/৪০২]

☞ মলদ্বারের ভেতর ঔষধ বা পানি ইত্যাদি গেলে  
কাযা রাখা আবশ্যিক। [রদ্দুল মুহতার-২/৪০২]

☞ সুবহে সাদিকের পর সময় আছে ভেবে সাহরি  
করা বা স্ত্রীসঙ্গম করা তদ্রূপ সময় হয়েছে ভেবে  
সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করে ফেললে কাযা আবশ্যিক।  
[মুসা:ইবনে আবি শাইবা-৬/১৪৯-৫০]

☞ রোযাবস্থায় ভুলবশত পানাহারের পর ইচ্ছাকৃত  
পানাহার করা। [রদ্দুল মুহতার-২/৪০২]

☞ অনিচ্ছাকৃত বমির পর রোযা ভেঙ্গে গেছে ভেবে  
রোযা ভেঙ্গে ফেললে। [রদ্দুল মুহতার-২/৪০২]

### ☞ যেসব কারণে রোযা ভাঙে না:

☞ রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোযা  
ভাঙবে না। [হিন্দিয়া-১/২০২]

☞ চোখে ঔষধ-সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোযা ভাঙবে  
না। [রদ্দুল মুহতার-২/৩৯৫]

☞ বীর্যপাত বা সহবাসে লিণ্ডের আশঙ্কা না থাকলে  
স্ত্রীকে চুমু খাওয়া জায়েয। [মুসনাদে আহমদ-২/১৮০]

☞ অনিচ্ছাকৃত বমি হলে বা বমি মুখে এসে নিজে  
নিজে ভেতরে চলে গেলে রোযা ভাঙবে না। [সুনানে  
তিরমিধি-৭২০]

☞ শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোযা  
ভাঙবে না। [মুসা:আবদুর রাজ্জাক-৪/৩১৩]

☞ গুধু যৌন চিন্তা বা কামভাবের সাথে কোন  
মহিলার দিকে তাকানোর কারণে বীর্যপাত হলে রোযা  
ভাঙবে না। [মুসা:ইবনে আবি শাইবা-৬/২৫৯]

☞ মশা, মাছি, কীট-পতঙ্গ, ধোঁয়া, ধুলিবাণি ইত্যাদি  
অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটের ভেতর ঢুকে গেলে রোযা  
ভাঙবে না। [মুসা:ইবনে আবি শাইবা-৬/৩৪৯]

☞ দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে। [বাইহাকি-৪/২৬৪]

### ☞ যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে:

☞ মুসাফির। তবে অস্বাভাবিক কষ্ট না হলে রোযা  
রাখা উত্তম। আর কেউ রেখে দিলে তা ভাঙতে  
পারবে না। ভাঙলে কাযা করতে হবে।

☞ এমন অসুস্থ ব্যক্তি, যার রোগ বৃদ্ধি কিংবা রোগ-  
ভোগ দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

☞ গর্ভবতী মহিলা নিজের কিংবা সন্তানের প্রাণহানি  
বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর আশঙ্কা হলে।

☞ দুগ্ধদানকারিনী মায়ের সন্তান যদি দুধ না পায়  
এবং ঐ সন্তান অন্য খাবারে অভ্যস্ত নয় তাহলে।

☞ বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য।

☞ বার্ধক্যজনিত দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া উল্লেখিত  
সকলের জন্য উক্ত রোযার কাযা করা আবশ্যিক।

### ☞ ফিদয়া এর আলোচনা:

ঐ বৃদ্ধ বা অসুস্থ যার রোযার রাখার সামর্থ্য নেই  
এবং পরবর্তিতে তার কাযা রাখারও সম্ভাবনা নেই  
এমন ব্যক্তি এক রোযার পরিবর্তে একটি ফিদয়া  
দেবে। আর একটি ফিদয়া হল, কোন মিসকিনকে দু  
বেলা পেট ভরে খাওয়ানো বা তার মূল্য প্রদান করা।  
আর উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় উক্ত ফিদয়া রমযানের  
শুরুতেই দিতে পারবে। একটি ফিদয়া একজনকে  
দেয়া উত্তম। একাধিক ব্যক্তিকে দিলেও চলবে। তবে  
একাধিক ফিদয়া একজনকে দেয়া জায়েয।

রাসূল ﷺ বলেন,

“আল্লাহ তাদের জীবনকে আলোকিত করুক  
যারা আমাদের কাছ থেকে একটি হাদিস শোনে,  
তা অন্তরে ধারণ করে এবং অন্যদের কাছ  
পৌঁছে দেয়।”

[সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৬০]

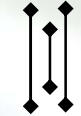


আহলান সাহলান  
মাহে রমজান

রাসূল ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি রমযানে মাসে রোযা  
রাখল এরপর শফওয়াল মাসে  
ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন  
গোটা বছর রোযা রাখল”

[সহিহ মুসলিম, হাদিস-১৯৮৪]



সার্বিক তত্ত্বাবধানো

মুফতি আবু আবদুল্লাহ খালেদ সাইফুল্লাহ

প্রধান মুফতি-ফতোয়া বিভাগ-[০১৮২৪-০৩২ ৫৫৪]

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম

[মাদরাসা], ব্যাংক কলোনী, সাভার, ঢাকা

দু'আ ও মাগফিরাতের প্রত্যাশায়

হযরত হাফেয মাওলানা নূরুল ইসলাম দা.বা.

মুহতামিম:

আল-মাদরাসাতুল ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম  
চম্পকনগর [সাতরা], নোয়াপাড়া, সদর, কুমিল্লা।

ইমাম ও খতিব:

মুগ্গিবাড়ি জামে মসজিদ, স্টেশন রোড, কুমিল্লা।